Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.17-23
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উন্নয়নের দ্বান্দ্বিকতায় বৈদ্যুতিন শাসন: সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

স্বাতী ঘোষ
সহঅধ্যাপিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কুলটি কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Currently, the concept of development has given a different dimension to rights-based development and empowerment by emphasizing issues ranging from poverty alleviation to primary education, maintaining biological and environmental balance. Again, the world of the 21st century is the world of information technology. Where the whole world can be brought in the palm of the hand. Just as one can witness any issue in the world at the touch of a finger, one can sit anywhere in India and work as an employee of any foreign country. As a result, the e-governance established in India with information technology has become associated with much discussed issues such as human rights and development. Therefore, the relationship between development, empowerment and e-governance will dominate the present discussion. In fact, the rural poor and women are socially underdeveloped, illiterate, low-income and economically weak for various reasons. Besides, lack of access to knowledge and information, which are the most important components of today's development process. In this context, there is no doubt that electronic communication accelerates the development process. No its potential and reality will be reviewed in the context of empowerment discussions.

Key words: Empowerment, E-governance, Evolving forms of development, Relationship between e-governance and development, various stages of e-governance implementation.

ভাবজগৎ থেকে বস্তুজগৎ প্রতিনিয়ত একটি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। এটি হল প্লেটোর সংলাপ থেকে শুরু করে হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদ বা পরবর্তিকালে মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মুল কথা। একবিংশ শতাব্দির দ্বারে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই আমাদের এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে হয়। যেখানে বর্তমানে উন্নয়ন ধারণা শুধুমাত্র অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, স্বাধীনতাহীনতার মূল উৎসগুলিকে নির্মূল করা এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই আজকের দিনে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি (২০০০ সালে রাষ্ট্রসংঘে গৃহিত Millennium Development Goals) বা অর্মত্য সেনের উন্নয়ন ও স্ব- ক্ষমতা ধারণায় (শিক্ষার সুযোগ ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা) মূলত যখন জোর দেওয়া হয় স্বাধীনতার উপর তখন উন্নয়ন চিন্তায় অধিকার কেন্দ্রিক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন ও স্ব- ক্ষমতা আলোচনায় [সেন অমর্ত্য, অনুবাদ অরবিন্দ

রায় (২০০৫),পৃষ্টা ১৫] বলেছেন, মূলত উন্নয়নের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে অর্থাৎ জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত নাকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ স্বাধীনতা হীনতার প্রধান উৎসগুলিকে নির্মূল করা। এগুলি হল দারিদ্র ও অত্যাচার, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, নিয়মিতভাবে সামাজিক স্তরে বঞ্চনা, জউপার্জন বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরনের উপর জোর দেওয়ার ধারনসাধারনের কল্যাণের উপেক্ষা, অসহিষ্ণুতা বা রাষ্ট্রের উদ্ধত কার্যকলাপকে বন্ধ করা। প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এইসব মৌলিক স্বাধীনতা গুলিই উন্নয়নের রূপ বিঘটনার শেষ। স্বাধীনতা অর্জন উন্নয়নের শুধু মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তার প্রধান পন্থা বটে। উন্নয়নের প্রকৃত রূপ বুঝতে গেলে সামর্থ্য, অর্থনৈতিক ধনসম্পদ এবং আপন ইচ্ছামতো জীবনযাপনের সামর্থ্য - এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।আজকের দিনে জাতিপুঞ্জে ২০০০ সালে গৃহীত সহস্রাব্দের উন্নয়ন ধারনায় (বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে (http://mdgs.un.org/und/mdg) উন্নয়ন প্রশ্নে দারিদ্র দূরীকরণ থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা, জৈবিক ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার মতো বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতা বিষয়টিকে আলাদা মাত্রা প্রদান করেছে। এখন উন্নয়ন ধারণা কেবলমাত্র আইনী অধিকারের পক্ষে নয়, বরং এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি গঠনের উপর আরও বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যা এই আইনি অধিকারগুলি উপভোগ করতে দেশকে সহায়তা করে।তাই বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচিসহ মহিলাদের অবস্থানের সাথে যুক্ত হয়েছে।একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব হল তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ। যেখানে তথ্য প্রযুক্তকে ব্যবহার করা হয় উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবে। তাই বর্তমান আলোচনায় বৈদ্যুতিন শাসন কতটা পরিমাণে ক্ষ্মতায়নে সাহায্য করছে তা আলোচনার পাশাপাশি উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা আলোচিত হবে।

গবেষণা পাঠের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল:

১. বৈদ্যুতিন শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা।

২ ক্ষমতায়নে বৈদ্যুতিন শাসনের ভূমিকা আলোচনা করা।

৩. বৈদ্যুতিন শাসন গ্রামীন সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে কতটা সক্রিয় তা আলোচনা করা।

৪. বৈদ্যুতিন শাসনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অবস্থান উন্নতি ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জন্য কতটা সক্রিয় তা আলোচনা করা।

গবেষণা পদ্ধত: বিভিন্ন পত্র – পত্রিকা, নিবন্ধ, কার্যপত্রক, এনজিও রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী বর্তমান আলোচনায় বৈদ্যুতিন শাসনের সমস্যা ও তার সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

সাহিত্যের পর্যালোচনা: অর্মত্য সেন তাঁর উন্নয়ন ও স্ব ক্ষমতা (২০০৫) গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যক্তির স্ব ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে ` স্বাধীনতার বিভিন্ন দিকগুলি ব্যাখ্যা করা হয়। একটি মানুষের স্বক্ষমতা নির্ভর করে ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর। আবার লিন্ডা মেয়স্ক তাঁর Women's Empowerment on Micro Finance Programme,Strategy স্থাপন অনেক বেশি যুক্ত থাকে যোগাযোগ স্থাপন ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। জয়া আয়ার তাঁর The Impact of E-governance in Public Utility Service Sector in India জন পরিষেবায় বৈদ্যুতিন শাসনের গুরুত্ব তুলে

ধরেন।আবার বিশ্ব ব্যাংক [২০০১] তথ্য প্রদান করে শুধুমাত্র ভালো প্রশাসন গড়ে তোলা যায় না,এর জন্য প্রয়োজন প্রতিক্রিয়া (feedback) জানানোর ব্যবস্থা থাকা। সরকারের কাছে নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া জানানোরথাকলে আমলাতন্ত্রের দূর্নিতি দূর হয়, নাগরিকদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার অবহিত হয় এবং সমাজের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা যায় বলে মনে করে।

ক্ষমতায়ন: বিশ্বব্যাংক (Sarumathi1 and Dr.K.Mohanby (Sep'2011) ক্ষমতায়নকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে তাহল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়াতে বাছাই করার প্রক্রিয়া এবং সেই পছন্দগুলি পছন্দসই কর্ম ও ফলাফলগুলিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া হিসাবে। এই প্রক্রিয়াটির কেন্দ্রীয় হ'ল কর্মগুলি যা উভয় স্বতন্ত্র এবং সম্মিলিত সম্পদ তৈরি করে এবং সাংগঠনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটের দক্ষতা এবং ন্যায্যতা উন্নত করে যা এই সম্পদের ব্যবহার পরিচালনা করে।

সেনের মতে, [১৯৯৩]কোনও ব্যক্তির 'সামর্থ্য' ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে ক্ষমতায়ন কোনও ব্যক্তির স্বক্ষমতা হিসাবে প্রতিফলিত হয়। ক্ষমতায়ন হ'ল এই ক্ষমতাটি সম্পাদন করার ক্ষমতা এবং কেবল এটি করার পছন্দ নয়। ক্ষমতায়নের পরিমাপ (সেন 1990) এর আলোচনায় ক্ষমতায়নের বিষয়ে সেনের দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশিত হয়েছে। তাঁর মতে,মূল লক্ষ্য কিছু বিশ্বব্যাপী মূল্যবান ক্রিয়াকলাপগুলির দিকে হওয়া উচিত, যা বেঁচে থাকার এবং সুস্থতার মৌলিক ভিত্তিকগুলির সাথে সম্পর্কিত। এর মধ্যে যথাযথ পুষ্টি, সুস্বাস্থ্য এবং আশ্রয় অন্তর্ভুক্ত। যদি এই মৌলিক কার্যকরী লক্ষ্য অর্জনে লিঙ্গ পার্থক্য থাকে, তবে এগুলিকে অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির অসমতার হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।

উন্নয়নের দ্বান্দ্বিকতা: অর্থনীতি নির্ভর এই উন্নয়ন ধারণা বহুলাংশে সমালোচিত হয়। এই অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারনা পরিবর্তিত হয় সাম্য, দারিদ্র দূরীকরণের মতো অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারনায়। প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব দেয় (Centre for development & human rights,2004,p-22) বঞ্চিত জনগণকে তাদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা পূরনে দ্রব্য ও পরিষেবা প্রদান করার উপর।এগুলি হল- খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থান, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও জল। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে,সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচী অর্মত্য সেন ও মহবুব উল হকের লক্ষ্য [ভিশন] অনুযায়ী মানব উন্নয়ন ধারনা (Centre for development & human rights,2004,p-23) ব্যবহার করে। এখানে পার্থিব সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য থেকে মানুষের প্রয়োজন দশকের শেষ থেকে উন্নয়ন ধারনায় পরিবর্তন আসে।স্থায়ী উন্নয়ন ধারনা গড়ে ওঠে। নাগরিক সমাজ ধারনা জোরদারও সমাজের লক্ষ্যগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যেমন – শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উচ্চমানদন্ড,কর্ম ও বিশ্রামের বিস্তৃত সুযোগ তৈআশির হওয়ায় রি, বিভাগীয়, ম্যাক্রো অর্থনীতি এবং আর্থিক মধ্যে নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। মানব অধিকার কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যে উন্নয়নে সাহায্য করবে এমন ধারনা নিয়ে আসেন অস্ট্রেলিয়ার মানব অধিকার কাউন্সিলের অ্যান্ডরে ফ্রাংকোভিটসব্যক্তির স্ব ক্ষমতা ও পচ্ছন্দের বৃদ্ধি ঘটান প্রভৃতি। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১৯৯৮ সালে একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহন ও ১৯৯৯ সালে এটি প্রযুক্ত করে যার নাম comprehensive development framework (CDF)। এর লক্ষ্য হল (Centre for development & human rights,2004,p-24) উন্নয়নের জন্য এমন কর্মসূচী গ্রহন করা যা দারিদ্র দূরীকরনে সাহায্য করবে এবং উন্নয়নের সমস্ত উপাদানগুলির [সামাজিক, মানবীয়, কাঠামোগত, পরিবেশগত,শাসন । এই অধিকার নির্ভর উন্নয়ন হল মানব উন্নয়নের পদ্ধতির জন্য ধারনাগত কাঠামো।যা আন্তর্জাতিক মানব অধিকারের মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা মানব অধিকারকে উৎসাহিত ও রক্ষা

করতে ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে যে বিষয় গুলি যুক্ত সেগুলি হল- অধিকারের প্রতি যোগসূত্র প্রকাশ, দক্ষতা, স্বক্ষমতা, অংশগ্রহন,ভবঘুরে (venerable) গোষ্ঠির প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ ও মনোযোগ স্থাপনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্মত্য সেনের স্ব -ক্ষমতা ধারনাকে ব্যবহার করেছেন মানব অধিকার ও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপর। নারি অধিকার সম্পর্কে এই চিন্তা বর্তমান আলোচনায় প্রাধান্য পাবে।

বৈদ্যুতিন শাসন: বৈদ্যুতিন শাসনের ধারণা আর্থ-সামাজিক এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বৈদ্যুতিন বিপ্লবের ছোঁয়া লাগেনি। সরকারও খুব দ্রুত এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে জনগনকে ভালো তথ্য ও পরিষেবা প্রদানের জন্য। বিশ্ব বা আঞ্চলিক যে কোন প্রক্ষিতই হোক না কেন গোটা বিশ্বের বৈদ্যুতিন শাসনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। সরকার তার তথ্য ও পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে একে উন্নত করেছে। ফলে উন্নত শাসন ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কাম্য হয়ে উঠেছে। তবে বৈদ্যুতিন শাসন বলতে শুধু ই-মেল নির্ভর সরকার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারী পরিষেবার সংযোগ স্থাপন করে।এটি পরিবর্তিত করে সরকারের সঙ্গে জনগণ কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে তার থেকেও বেশি পরিবর্তিত করে জনগণ নিজেদের মধ্যে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে।প্রদান বা ডিজিট্যাল সরকারী তথ্য বা বৈদ্যুতিন মজুরি প্রদানকেই বোঝায় না। এটি জনগণের সঙ্গে সরকারে।

এই বৈদ্যুতিন শাসনের লক্ষ্য হল সুশাসনের লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানো। তাই তার স্বপ্ন হবে SMART (Simple Moral Accountable responsive & Transparent) সরকার গঠন করা। আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে ,সরকারের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, সরকারের সঙ্গে জনগনের ,সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর যোগাযোগ তৈরি করতে এটি সচেষ্ট। এক্ষত্রে বিভিন্ন স্তর ও গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার হয় যা সরকারের উদ্দেশ্যপুরনের গুণগত মানকে বৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা হল বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির ব্যবহার যা তথ্য পদ্ধতিকরন, জমা ও বিতরনের সঙ্গে যুক্ত। তথ্য সংক্রান্ত যাবতীয় মানবীয় কার্যকলাপের সঙ্গে এটি জড়িত। জনগণের সঙ্গে বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান করা হয়।। তথ্য ও প্রযুক্তি যে কাজ করে সেটি হল তথ্য ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এটি নির্ভর করে পরিমান বৃদ্ধি ও সুযোগ বৃদ্ধির উপর। বৈদ্যুতিন শাসন ধারনার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জন্য বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ব্যবহারের ধারনা যুক্ত। যা সরকারের সঙ্গে জনগণের, সরকার সঙ্গে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিককরণ, সরকারি ও ব্যবসায়িক সকল ক্ষেত্রকে উন্নত ও সরল করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৈদ্যুতিন শাসনের সম্পর্ক: উন্নয়নের সঙ্গে মানবাধিকারের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা আজ সর্বজনবিদিত। কারণ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন ঘোষনাপত্রে এই সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা পাওয়ায় উদ্দেশ্যে নথিভুক্ত। কোন বর্ণ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনীতি বা অন্য কোন মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উদ্ভব, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য অবস্থার জন্য কোন পার্থক্য করা যাবে না। আবার জাতিসংঘের ১৯৮৬ সালেষণার ঘোষনাপত্র অনুযায়ী, উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক

একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া। যার লক্ষ্য হল জনগণের সর্ব ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও উন্নয়নে তাদের সক্রিয়, মুক্ত, অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা বন্টনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।আবার উন্নয়নে বৈদ্যুতিন শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ বৈদ্যুতিন শাসনের উদ্দেশ্য হল SMART সরকার গঠন করা।

উন্নয়ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় এই দুটি বিষয় অত্যন্ত আলোচিত দুটি বিষয়। কারণ গ্রামীণ উন্নয়ন ও তথ্য- প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্কটি নিবিড়। আর গ্রামীণ ভারতের উন্নয়ন ততক্ষণ সম্ভব হবে না যতক্ষন না জনগণের মধ্যে ব্যবহার ও আচরণের পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। উন্নয়নে যোগাযোগকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাতে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে যোগাযোগের ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যানেল, তথ্যপ্রযুক্তি, অডিও, ভিডিও ও মিডিয়ার মাধ্যমে। নতুন ডিজিট্যাল সংযোগ যেভাবে গড়ে ওঠে তাহল (R.Heeks,2001,p-2) –

1. সরকারের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করে যা চিন্তা –ভাবনায় এক সামগ্রিক চিন্তার প্রকাশ ঘটায়।
2. সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন এবং নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় যা দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে।
3. সরকার ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠি এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় যা পরিষেবা ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসে।
4. বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় যা শিক্ষা ও চেতনার বিকাশ ঘটায়।
5. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় চোখে পড়ে সেগুলি হল-

1. তথ্যের অভাব [তথ্য প্রদানকারীর এবং স্থানীয় যোগাযোগের অভাবে]
2. প্রাসঙ্গিক / সঠিক তথ্য লাভে অক্ষমতা
3. যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব
4. উন্নত তথ্য প্রযুক্তির পরিকাঠামো অভাব

এক্ষেত্রে উন্নয়নে যেসব ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলি হল- উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান সূত্র বার করতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও তা বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জনগণকে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে সচল করে তোলা এবং সমস্যার সমাধান ঘটানো। এর সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে ভুলভ্রান্তি আছে তা দূর করা। উন্নয়ন সঙ্গে যুক্ত এজেন্টদের পান্ডিত্যমূলক ও যোগাযোগ কেন্দ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা জনগণকে আরো কার্যকর করার কথা শোনাতে পারে। তৃনমূল স্তরে প্রশিক্ষণ ও প্রসার মূলক কর্মসূচী ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও প্রযুক্তির ব্যবহার যা তাদের গুনগত মান বৃদ্ধি করে।

এইভাবে অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণায় বৈদ্যুতিন শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান আলোচনায় কিভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের অধিকার কেন্দ্রিক ধারণায় [খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থান, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও

জল] বৈদ্যুতিন শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেক্ষত্রে কি কি সুবিধা ও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

বৈদ্যুতিন শাসন সরকারের কর্মক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিশেষ করে কার্যপ্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয়তা প্রদান করে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করা এবং যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময় তথ্য প্রদান করে।এছাড়া নতুন ধরনের তথ্য প্রদান করে পরিষেবা ব্যবস্থায় নতুনত্ব নিয়ে আসে। এর ফলে উন্নয়নের জন্য শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আসে। সেগুলি হল (R.Heeks, 2001, p-3) শাসন ব্যবস্থা কম খরচ সাপেক্ষ, চটজলদি, অনেক বেশি, অনেক ভালো, উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন কাজ করতে পারে।

বৈদ্যুতিন শাসন বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় ও তার সমস্যা: বৈদ্যুতিন শাসন বাস্তবায়নে ভারত সরকার কেন্দ্র, রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতদূর সফল হয়েছে তা দেখার জন্য বিভিন্ন স্তরে তাদের অবস্থান অনুযায়ী বিচার করা হবে।

এখানে মৃনালিনি শাকে (Mrinalini Shah, 2007, p-125-137) অনুসরণ করে বিভিন্ন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করলে পাওয়া যাবে-

প্রথম স্তর: তথ্যপ্রদান: এই স্তরে সরকারি তথ্য প্রদান করা হয় যাতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারি বিভিন্ন তথ্য লাভ করতে পারে।এটি হল সরকার থেকে নাগরিকদের মধ্যে তথ্য প্রদান।সময় উপযোগী তথ্য প্রদানের জন্য সরকারি নীতি পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সুবিধা হল প্রধান। ভারতে কেন্দ্র ও প্রতিটি রাজ্য সরকারের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে। নীতি ও নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলীর জন্য তথ্য প্রদান করা হয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় স্তরঃ লেনদেন: এই স্তরে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সরকারের সঙ্গে অনলাইনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্থাপন করতে পারে। বিভিন্ন ফর্ম পূরণ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, বীমা ও আয়কর বিভাগ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, রেল ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ চলে। অনলাইনে পরিষেবা প্রদান, অনলাইন লেনদেন,তথ্য নির্ভর অনলাইন লেনদেন [অর্থ],ই-মেল, ই-মেলের মাধ্যমে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ, অনলাইন ঐচ্ছিক পোল প্রভৃতি চলতে থাকে।

তৃতীয় স্তরঃ উল্লম্ব সংযুক্তিকরণ (আন্তঃবিভাগীয় আত্তীকরণ): এই স্তরে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক, স্থানীয় ব্যবস্থার মধ্যে মসৃণ ও কার্যকরী সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে উল্লম্ব যোগাযোগ চলতে থাকে।এই ক্রিয়া উর্দ্ধ বা নিম্নগামী হতে পারে।ব্যাঙ্ক, রেল ও আয়কর বিভাগে এই যোগাযোগ চলতে থাকে।

চতুর্থ স্তরঃ অনুভূমিক সংযুক্তিকরণ (বিপ্লব): এই পর্যায়ে সব স্তরে যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হবে।২০০৭ সালে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ও ভারতী এয়ারটেল যৌথভাবে একটি কাজ করে যাতে মোবাইলের মাধ্যমে অর্থের লেনদেন হতে পারে। এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক,ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সারা বিশ্ব জুড়ে মানব জীবন-যাত্রায় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হিমালয়ের প্রত্যন্ত এলাকার পীথোরাগড় নামে ব্যাঙ্কহীন একটি গ্রামেও এর চরম প্রভাব দেখা যায়। one stop shopping ধারনার মতো সরকারি ও প্রশাসনিক পরিষেবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে তথ্য- প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ বিস্তৃণ হবে।

বর্তমান আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ভারতে বৈদ্যুতিন শাসন প্রায় ক্ষেত্রে উন্নয়নে তার যে অবদান রয়েছে তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছে। বৈদ্যুতিন প্রশাসন, বৈদ্যুতিন নাগরিক ও বৈদ্যুতিন পরিষেবা, বৈদ্যুতিন সমাজের ধারনার মাধ্যমে এই উন্নয়নের পথ আরো স্পষ্ঠ হয়েছে। তবে বৈদ্যুতিন শাসন বাস্তবায়বে কিছু সমস্যা এখনও থেকে গেছে। প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব,উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মতো ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, শিক্ষা-প্রশিক্ষন, সম্পদ, উপযুক্ত কমীর অভাবে গ্রামীণ এলাকায় বৈদ্যুতিন শাসনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোয় বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

তবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৃতীয় পর্যায়ে যাওয়ার সাহস রাখে।প্রত্যন্ত গ্রামেও বৈদ্যুতিন শাসনের ধারনার বিস্তার সাম্য-স্বাধীনতার মতো অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারনার সাফল্যকে প্রকাশ করে। তাই সেদিক থেকে বিচার করলে বৈদ্যুতিন শাসনের সঙ্গে অধিকার কেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণার ইতিবাচক সম্পর্ক স্পষ্ট।

সুত্র নির্দেশিকা ও পাদটীকা:

1. A.K. Sen (1993), Capability and well-being, Nussbaum and Sen (eds.), the quality of Life,
2. Centre for development & human rights:(2004) The right to development,sage publication, new delhi
3. Mrinalini Shah (2007), E-Governance in India: Dream or reality? International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), ?,NMIMS University, Mumbai, India ,Vol. 3, Issue 2, pp. 125-137,
4. RICHARD HEEKS (2001), Understanding e-Governance for Development, Published By Institute for Development Policy and Management, View/Download from http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig
5. S.Sarumathi1 and Dr.K.Mohanby (Sep'2011) ROLE OF MICRO FINANCE IN WOMEN'S EMPOWERMENT (An Empirical study in Pondicherry region rural SHG's,) Vol.1, No.1, and ISSN: 2249-1260
6. সেন অমর্ত্য, অনুবাদ অরবিন্দ রায় (২০০৫), 'উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা', আনন্দ, কলকাতা
http://www.importantindia.com/19050/essay-on-women-empowerment/
http;//www.indianmba.com/Faculty columm/FC1095/Fc1095-html.